আসল সার চেনার উপায়

টিপস্ ও ফ্যাক্ট সীট

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে কৃষকরা অল্প জমিতে অধিক ফসল উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। ফলে অধিক ফলনের জন্য জৈব সারের পাশাপাশি দিতে হচ্ছে সঠিক পরিমান রাসায়নিক সার। বিশেষ করে ইউরিয়া, টিএসপি/ডিএপি, এমওপি/পটাশ, জিংক সালফেট, বোরাক্স ও জিপসাম সার প্রচুর পরিমানে ব্যবহার হচ্ছে। এমতাবস্থায় অধিক লাভের আশায় অনেক অসাধু ব্যবসায়ী ভেজাল সার বাজারে ছাড়ছে।

সাধারণত অনাকাংখিত রাসায়নিক পদার্থ সারের সাথে উৎপাদনের সময় মিশিয়ে বা পরবর্তীতে মিশিয়ে অথবা দেখতে একই রকম এমন সস্তা পদার্থ সারের সাথে মিশিয়ে সার ভেজাল করা হয়। এতে করে আসল সারের চেয়ে ভেজাল সারের ওজনে বেশী হয় এবং এ সার আসল সারের অনুমোদিত মাত্রায় জমিতে প্রয়োগ করলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না ফলে কৃষকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অথচ কয়েকটি সহজ পরিক্ষার মাধ্যমে আসল সার সনাক্ত করা যায়। এভাবে আসল সার চিনতে পারলে আর্থিক ক্ষতি এড়ানো যায়।

১. আসল ইউরিয়া সার চেনার উপায়:

আসল ইউরিয়া সারের দানাগুলো মোটামুটি সমান হয়। তাই কেনার সময় প্রথমেই দেখে নিতে হবে যে, সারের দানাগুলো সমান কিনা। ইউরিয়া সারে সাধারণত কাঁচের গুড়া অথবা লবন ভেজাল হিসাবে যোগ করা হয়। এছাড়া চা চামুচে অল্প পরিমান ইউরিয়া সার নিয়ে তাপ দিলে এক মিনিটের মধ্যে অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ বের হয়ে গলে যাবে। যদি ঝাঁঝালো গন্ধসহ গলে না যায়, তবে বুঝতে হবে সারটিতে ভেজাল রয়েছে।

২. আসল টিএসপি সার চেনার উপায়:

টিএসপি সার পানিতে মেশালে সাথে সাথে গলবে না। কিন্তু ভেজাল সার পানিতে মেশালে অল্প কিছুক্ষনের মধ্যেই গেল যাবে বা পানির সাথে মিশে যাবে। কিন্তু আসল টিএসপি সার ৪-৫ ঘন্টা পরে পানির সাথে মিশবে।

৩. আসল ডিএপি সার চেনার উপায়:

ডিএপি সার চেনার জন্য চা চামুচে অল্প পরিমান ডিএপি সার নিয়ে গরম করলে এক মিনিটের মধ্যে এমোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ হয়ে তা গলে যাবে। যদি না গলে তবে বুঝতে হবে সারটি সম্পূর্ণরূপে ভেজাল। আর যদি আংশিকভাবে গলে যায় তবে বুঝতে হবে সারটিতে আংশিক পরিমান ভেজাল আছে। এছাড়া কিছু পরিমান ডিএপি সার হাতের মুঠোয় নিয়ে চুন যোগ করে ডলা দিলে অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ বের হবে। যদি অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ বের না হয় তাহলে বুঝতে হবে সারটি আসল নয়।

৪. আসল এমওপি বা পটাশ সার চেনার উপায়:

পটাশ সারের সাথে সাধারনত ইটের গুড়া ভেজাল হিসাবে মিশিয়ে দেয়া হয়। গ-াসে পানি নিয়ে তাতে এমওপি বা পটাশ সার মেশালে সার গলে যাবে। কিন্তু ইট বা অন্য কিছু মেশানো থাকলে তা পানিতে গলে না গিয়ে গ-াসের তলায় পড়ে থাকবে। তলানি দেখে সহজেই বুঝা যাবে সারটি ভেজাল নাকি আসল।

৫. আসল জিংক সালফেট সার চেনার উপায়:

জিংক সালফেট সারে ভেজাল হিসাবে পটাশিয়াম সালফেট মেশানো হয়। জিংক সালফেট সার চেনার জন্য এক চিলতে জিংক সালফেট হাতের তালুতে নিয়ে তার সাথে সমপরিমান পটাশিয়াম সালফেট নিয়ে ঘষলে ঠান্ডা মনে হবে এবং দইয়ের মতো গলে যাবে।

আসল সার চিনে ব্যবহার করতে পারলে অর্থের অপচয় রোধ হবে, ফলন বেশী হবে, এবং পরিবেশ দূষন হতে রক্ষা পাবে

Prepared by Md. Nurul Alam Siddique, September, 2013
Last Updated: July, 2014
Source: Krishikotha, Aug-Sep, 2007 by AIS.